তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ(সেক্টর) প্রকল্প

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা কার্যালয়

জেলা-চুয়াডাঙ্গা।

TLCC সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ পৌরসভা মিলনায়তন তারিখ-২৪-১২-২০১৮ ইং সময় ঃ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সভায় সম্মানীত সদস্যদের উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট - 'ক' দ্রষ্টব্য।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
০১	বিগত ইং ২৬-০৯-২০১৮ অনুষ্ঠিতব্য TLCC সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	সভার শুরুতেই সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অদ্যকার সভার সভাপতি জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা। তিনি আরো বলেন আপনারা জানেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা UGIIP-III প্রকল্পের অর্ন্তরভুক্ত। প্রকল্পের নির্দেশনা মেনে পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আপনারা আমাকে সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন আমি আপনাদের সর্বাত্মক সেবা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমি আপনাদের সন্তান। আমি আপনাদের মাঝে পৌর সেবক হয়ে থাকতে চাই। আমি আশা করি আপনারা আমাকে এবং আমার পৌর পরিষদকে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। অতপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম, ও সদস্য-সচিব, TLCC চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা বিগত ইং ২৬-০৯-২০১৮ অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করেন। এরপর TLCC সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সভায় কায়বিবরণী নিয়ে আলোচনা পর্যলোচন করেন এবং কোন সংশোধন করার প্রয়োজন নাই মর্মে মতামত প্রদান করেন। সভায় কমিটির সকল সদস্যকে যথা সময়ে সভায় হাজির হওয়ার জন্য অসুরোধ করেন।	ক) সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় অত্রসভা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। **খ) TLCC এর সম্মানিত সদস্যদের নিয়মিত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।** **গ) আগামী ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC-র সভা করা।** **ঘ) সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMO তে প্রেরন করা হবে ।**	মেয়র/সচিব	
০২	TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা(সূত্র ঃ পৌরসভা আইন-২০০৯ এর ১১৫ ধারা)।	আলোচনার অংশ নিয়ে সচিব সাহেব জানান পৌরসভার আইন, ২০০৯ এর ১৫ ধারা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা করার ০৭ দিন পূর্বে সকল সদস্যদের মধ্যে নোটিশ ও কার্যবিবরণী বিতরণ করা সহ সভা চলমান আছে। সভা এবিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	**১. যথা নিয়মে অনুসরণ করে TLCC গঠন করায় অত্রসভা মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধারা অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সচিব	
০৩	WC গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১৪ ধারা)	আলোচনার শুরুতেই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অত্র পৌরসভার ওয়ার্ড (WC) কমিটি গঠন ও কার্যাবলী নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে WC কমিটি সদস্য- সচিব ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো ঃ হাফিজুর রহমান কাওছার, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা জানান WC কমিটির সভা সমুহ সভা সঠিক সময়ে করা হয় এং সভার সিদ্ধান্ত সমুহ আলোচনার জন্য TLCC	**১. যথা নিয়মে অনুসরণ করে WC গঠন করায় সভা মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধারা অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।** ২. জানুয়ারি-মার্চ/২০১৯ ত্রৈমাসিক WC-র সভা সম্পন্ন করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সহকারী প্রকৌশলী	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত থাকে। সভায় WC কমিটির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করা এবং পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	**PMO তে প্রেরণ করা সহ সংশ্লিষ্টদের কপি সরবরাহ** করা। ৩. গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করে পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।		
০৪	নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	নাগরিক সনদ(CC) বা সিটিজেন চার্টার নিয়ে আলোচনা কালে TLCC সদস্য ও প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ একরামুল হক মুক্তা বলেন পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরো ০২ টি স্থানে নতুনভাবে নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করার কথা ছিল সেটা স্থাপন করা হয়েছে কিনা জানতে চান। সভাকে জানানো হয় নতুন করে পৌরসভা অফিস চত্তরে নাগরিক সনদ স্থাপন করা হয়েছে। আরেকটি অচিরেই স্থাপন করা হবে। সভায় এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	১. ০১ টি স্থানে নতুনভাবে নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করা হবে।	মেয়র/সচিব	
০৫	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার (GRC) সেল গঠন ও কার্যকর রাখা।	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেল নিয়ে আলোচনা কালে কমিটির আহব্বায়ক জনাব মো ঃ একরামুল হক মুক্তা বলেন পৌরসভার প্রবেশ দ্বারে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে এবং কোন অভিযোগ জমা পড়লে প্রাপ্ত অভিযোগ গুলি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। সকল অভিযোগ GRC কমিটি কর্তৃক বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। অভিযোগসমূহের বিবরণ পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা হবে। তিনি আরো জানান ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে(অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৮) ০৪ টি অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগ গুলো GRC কমিটি বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ০৪ টি অভিযোগ লিখিত আকারে নিস্পত্তি করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে অত্রসভা GRC-র কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সকল অভিযোগ যথাসময়ে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ২. GRC কমিটি অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহন করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ৩. সমাধানকৃত অভিযোগসমূহের বিবরণ TLCC-র সভাতে এবং পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা।	সভাপতি, GRC কমিটি	
০৬	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এরই ধারা বাহিকতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহন করা হয়। অত:পর সভা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ দেন।	১. পৌরসভার জন্য ০৫(পাঁচ) বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারা বাহিকতা বজায় রাখা।	পৌর পরিষদ	
০৭	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি সকল উন্নয়ন কাজ তদারকি করে। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান চলমান UGIIP-III প্রকল্পের কাজ প্রায় ৯৫% সমাপ্ত হয়েছে। কাজের মান সন্তোষ জনক। আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC এর সদস্য জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ মতিয়ার রহমান, জনাব মো ঃ বদর উদ্দিন খান বলেন-আমাদের টেকশই উন্নয়ন করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সমুহ সংস্কার করার অনুরোধ করেন এবং প্রকল্পের কাজের গুনগত মান ভালো থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. UGIIP-III প্রকল্পের কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়। ২. UGIIP-III প্রকল্পের রাস্তা সমুহ দ্রুত সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়। ৩. উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার সুপারিশ করা হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/উন্নয়ন বাস্তবায়ন কমিটি।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
০৮	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M পরিকল্পনা প্রণয়ন (উন্নয়ন কর্মকান্ড)	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যয় বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পৌরসভার রাজস্ব বাজেটে O&M খাতে ১,১৮,০০,০০০/- টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়েছে। পৌরসভার রাজস্ব বাজেট হতে বরাদ্ধ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮) ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে O&M কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে মোট ১৫,৯২,০৬০/- টাকা ব্যয় হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC–র সদস্য জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার , জনাব মো ঃ জাহাঙ্গীর আলম, জনাব মো ঃ বদর উদ্দিন খান ও মোছাঃ রাবেয়া খাতুন পৌরসভার উন্নয়ন কাজের গতি বৃদ্ধি সহ নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনের আহবান জানান এবং ড্রেন নির্মান হওয়ার সাথেসাথে রাস্তা সংস্কার করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার আহব্বান জানান।	১. উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র/নির্বাহী প্রকৌশলী /সচিব।	
০৯	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় চলতি ইং ২০১৮-২০১৯ সনে জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ১৬,৯৩,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। তন্মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ ত্রৈমাসিকে নিম্ন লিখিত খাতে মোট ৬২,৯২৫/- টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয় বিবরণী নিম্নরুপ- • আর্থ-কর্মসংস্থানের জন্য নারীদের সেলাই প্রশিক্ষন প্রদান বাবদ খরচ ১৫,০০০/-টাকা • দরিদ্র নারীদের মাঝে বস্ত্র বিতরন ২৮,৬২৫/- • GAP এর মাসিক সভা বাবদ ব্যয় ৩,৬০০/-টাকা • অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সাহায্য বাবদ ১৫,৭০০/-টাকা। অত:পর আলোচনায় অংশ নিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সভাপতি সুলতানা আরা রত্না বলেন কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। এরপর TLCC এর সদস্য জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার এবং দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি মোছা ঃ রিপা ও মিতা খাতুন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, GAP বাস্তবায়নে যে সকল অর্থ ব্যয় করা হয় তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব আমরা পেয়েছি। সে কারনে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ দেন। নারী ও শিশু বিষয়ক কমিটির মহান উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং GAP এব কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা। ২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।**	সভাপতি/সদস্য-সচিব GAP	
১০	**দারিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন,**	আলোচনার শুরুতেই দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব কে এম আব্দুস সবুর খান বলেন উক্ত কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। PMO হতে অনুমতি পাওয়া অচিরেই অনুমোদিত ০৪টি বস্তিতে বস্তি উন্নয়ন কার্য়ক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এরপর TLCC এর সদস্য জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার এবং মোছা ঃ সেলিনা খাতুন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, দরিদ্র নিরসন কল্পে পৌরসভার মহান	১. নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা। ২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দা**রিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।**	মেয়র/সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং PRAP এব কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অত:পর আলোচনাকালে বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভাকে জানান দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক সাহায্য, বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি বাবদ ইং ২০১৮-২০১৯ সনে দুস্থ ও অসহায় গরীর মানুষের কিছুটা দুর্দশা লাঘবের জন্য ৪২,৩৩,০০০/-টকার বাজেট বরাদ্দ আছে। তিনি আরো জানান উক্ত টাকার মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৮ মাসে নিম্ন-লিখিত খাতসমূহে সর্ব মোট ৪,০৫,০৪০/- টাকা ব্যয় করা করেছে। ● হত দারিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়ার জন্যে ঔষধ প্রদান বাবদ খরচ ১,৭১,৬৫০/- টাকা। ● আর্থিক সাহায্য বাবদ ১,২৩,২০০/- টাকা। ● বস্ত্র বিতরন বাবদ ব্যয় ৫৭,২৫০/- ● শিক্ষা উপকরন ক্রয়বাবদ ৩৪,৬০০/-টাকা। ● বর্জ্য অপসারন ও পরিচ্ছন্ন অভিযান বাবদ ১৮,৩৯০/-টাকা।			
১১	বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) গঠন	বস্তি-উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয় নিয়ে আলোচনা কালে বস্তির প্রতিনিধি মোছা ঃ রিপা খাতুন ও মোছা ঃ আসমা খাতুন জানতে চান তার এলাকায় বস্তি-উন্নয়নের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে কারন তার এলাকার লোকজন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে। তার উত্তর আমি দিতে পারি না। তাহারা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কথা জানতে চান। বস্তি-উন্নয়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও বস্তি-উন্নয় কর্মকর্তা জনাব কেএম আব্দুস সবুর খান আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির SIC গঠন ও মনিটরিং রিপোর্ট ইতোমধ্যে PMO-র নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প প্রনয়নের কাজ শেষ করে প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে । শুধু তাই নয় প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির চাহিদা অনুযায়ী CAP প্রস্তুত সহ বস্তির স্থির চিত্র এবং ভিডিও চিত্র গ্রহন করে প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং প্রকল্প অফিস হতে কাজ করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারনে বস্তি-উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ আছে। নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর উন্নয়ন-মুলক কাজ শুরু করা হবে। অত:পর অত্র সভা বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।	১. প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করা। ২. অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে জরুরী ভিত্তিতে বস্তির উন্নয়ন কাজ শুরু করা। ৩. বস্তির উন্নয়ন কাজ শুরুর পূর্বে TLCC সদস্যদের অবহিত করা। ৪. অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির SIC কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়মিত মাসিক সভা করা।	সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র্হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
১২	হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ	আলোচনার শুরুতে অত্রপৌরসভার সচিব সাহেব জানান ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পৌরকরের মোট দাবী ৩,২৮,০৫,২২৪/-টাকা। তন্মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৮ মাসের ত্রৈমাসিকে সরকারী ও বেসরকারী মোট পৌরকর আদায়ের পরিমান ৬০,৭৫,৫০৯/-টাকা। আদায়ের হার মাত্র ৫৩.০৩%। কর আদায় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আদায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন। পৌরসভার কর আদায় ও কর নির্ধারন বিষয়ে আলোচনার জন্য সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাননীয় মেয়র জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী বলেন-পূন:কর নির্ধারণ কাজ অত্যন্ত সময় স্বাপেক্ষ। পূন:কর নির্ধারনে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত বা পরামর্শ আন্তরিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। আমি আবারও কথা দিচ্ছি পরিষদ কোন ভাবেই পৌরকরের বোঝা চাপিয়ে দেবে না। পূন:কর নির্ধারনের বিষয়ে TLCC-র সদস্য জনাব মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার, মো ঃ মতিয়া রহমান বলেন- সরকারি বিধি-বিধান মেনে এবং সমতা রেখে পূন:কর নির্ধারণ করা এবং কেহ যেন বৈসম্যের শিকার না হয় সে দিকে নজর রাখার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন এবং সকলে পূন:কর নির্ধারণ কাজসহ কর আদায়ে সার্বিক সহযোগীতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। পরিশেষে মেয়র মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানান।	১. সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের সহযোগীতায় সমস্ত পৌর এলাকায় মাইকিং, ক্যাম্পেইন, কর খেলাপিদের নেটিশ প্রদান এবং মহল্লায় মহল্লায় টিম প্রেরনের মাধ্যমে পৌরকর আদায়। ২. মাল ক্রোকী পারওয়ানার মাধ্যমে বকেয়া পৌরকর আদায় অব্যহত রাখা। ৩. বকেয় কর খেলাপীদের তালিকা পর্যায় ক্রমে প্রকাশ করা। ৪. উঠান বৈঠক ও WC বৈঠকে কর আদায় বিষয়ে আলোচনা করা। ৫. পূন:কর নির্ধারণ করার জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরবর্তিতে পৌরকর নির্ধারণ করা।	মেয়র/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/কর আদায়কারী/TLCC -র সদস্যবৃন্দ।	
১৩	পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাতীত)।	রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কর বার্হিভূত রাজস্ব দাবীর পরিমান ৩,০০১৫,৪০০/- টাকা। তন্মধ্যে (অক্টোবর-ডিসেম্বর/১৮) কোয়ার্টার এ আদায় হয়েছে ৫৭,৬৯,৮১৭/- টাকা। আদায়ের হার ৪২.১৮%। পরোক্ষ কর আদায় নিয়ে আলোচনাকালে জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার, অধ্যক্ষ জনাব মাহবুবুর রহমান সেলিম, জনাব জাহাঙ্গীর আলম মালিক, জনাব মো ঃ বদর উদ্দিন খান, মোছা ঃ সেলিনা আক্তার হাট-বাজার ইজারা ও বকেয়া আদায় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন এবং হাট-বাজার ইথারার অর্থ বকেয়া থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আলোচকবৃন্দ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। পৌর এলাকায় চলাচলরত ইজি-বাইক বা রিক্সা, ভ্যানের লাইসেন্স প্রদান না করায় সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কিছু পরামর্শ প্রদান করেন এবং কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। সভায় এ বিষয়ে এ সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।	১. পৌরস্বার্থে হাট-বাজার ইজারার বকেয়া অর্থ আদায় করার জন্য মেয়র মহোদয়কে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। ২. কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য পৌরপরিষদকে অনুরোধ করেন।	মেয়র/সচিব/বাজার পরিদর্শক/লাইসেন্স পরিদর্শক।	
১৪	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনাকালে কর আদায়কারী সভাকে অবগত করান যে, অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ ত্রৈমাসিকে ১০,২০৮ টি ট্যাক্স বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট পৌছানো হয়। এর মধ্যে ১১১০ জন গ্রাহক পৌরকর পরিশোধ করেছে। পৌরকর আদায়ের পরিমান ৬০,৭৫,৫০৯/-টাকা। তিনি আরো জানান পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের	১. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স রেকর্ড ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়।	কর আদায়কারী/সহকারী কর আদায়কারী।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হয়। মেয়র মহোদয় TLCC এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দদেরকে পৌরকর আদায়ের হার বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান।	৩. প্রতি কোয়ার্টারে কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট উক্ত বিল প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. আদায় প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসে প্রেরনেরও সিদ্ধান্ত হয়।		
১৫	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পানি শাখার চলতি ও বকেয়া সহ মোট দাবীর পরিমান ১,৯৮,৬৬,৪৪৫/-টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর/১৮ মাসের ত্রৈমাসিক সর্বমোট আদায়ের পরিমান ৪৪,১৬,৬৩৮/-টাকা। পানি শাখার তত্বাবধায়ক জনাব এএইচএম সাহীদুর রশীদ জানান পানির লাইন সম্প্রসারন, মিটার স্থাপন,পাম্প স্থাপন এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পে প্রকল্প দাখিল করা হয়েছিল যার অনুমোদন পাওয়া যায়। দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও প্রকল্প অফিস হতে দরপত্র কার্যক্রম বাতিল করে দিয়েছে। তবে আশা করছি খুব শিঘ্রই নতুন ভাবে দরপত্র কার্যক্রম শুরু করতে পারবো। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন হলে তখন পানি সরবরাহ ব্যাবস্থার সকল সমস্যা লাঘব হবে। তিনি আরো জানান বকেয়া পানির বিল আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি সভাকে জানান যেসমস্ত গ্রাহকগন নলকুপ এবং Submarsible মটর সংযোগ করে পানি উত্তোলন করেন তাদের বিষয়ে মাসিক ফিস ধার্য্য করে বিল নেওয়া হচ্ছে। TLCC এর সম্মানিত সদস্য অধ্যক্ষ জনাব মো ঃ মাহবুবুর রহমান সেলিম, মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার, জনাবা মোছা ঃ সেলিনা আক্তার পৌর সভার সরবরাহকৃত পানির লাইন নিয়মিত ওয়াশ করায় এবং বর্তমানে সরবরাহকৃত পানির কোন সমস্যা না থাকায় মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ জানান।	**১. বকেয়া পানির বিল গ্রাহকদের বিরুদ্ধে লাইন কর্তন এবং বকেয়া বিল আদায়ে টিম গঠন করে অভিযান অব্যহত রাখা।** **২. আগামিতে পানির গ্রাহকদের মিটার স্থাপন করা।**	মেয়র/সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/পানি-তত্বাবধায়ক	
১৬	অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)।	অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নিয়ে আলোচনাকালে অত্র পৌরসভঅর সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম সভাকে জানান সরকারি বিধিবিধান মোতাবেক প্রতি ০৫ বছর পরপর পূন:কর নির্ধারন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুযায়ী আগামী ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর হতে নতুন করারোপ করার জন্য চলতি ইং ২০১৮-২০১৯ সন হতে প্রতিটি বাড়ি/অফিস আদালত/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ইত্যাদিও তথ্য সংগ্রহ প্রায় সমাপ্তির পথে। এরপর সচিব সাহেব জানান গত ১৫-১১-২০১৮ তারিখে অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাতে পৌরসভঅর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে সভায় অনুরোধ করা হয়। সভায় অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকর কার্যাবলী নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. আগামী ৩১ মার্চ-২০১৯ মাসের মধ্যেTLCC র -সভা করা হবে ।	সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
১৭	অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে	অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় চলতি অর্থ বছর সমাপ্তির	১. আগামী অক্টোবর-২০১৯ মাসের মধ্যে অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি আভ্যন্তরিন নিরীক্ষা	হিসাব রক্ষণ কর্মকতা	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	পর প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি আভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করে TLCC সভা ও পৌরপরিষদে উপস্থাপন করা হয়েছে।	সম্পন্ন করে যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করা হবে		
১৮	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা কালে পৌরসভার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ ইং মাসের কম্পিউটারাইজড হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে এ হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা হবে এবং ইং ০৭-০১-২০১৯ তারিখের মধ্যে PMO তে প্রেরণ করা হবে। সভায় হিসাব শাখার কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ তরা হয়।	১. প্রতি মাসের শেষে Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করা। ২. প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন এবং যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
১৯	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ।	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই সভাকে জানানো হয় অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ মাস পর্যন্ত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সহ চলতি বিল পাওয়া গেছে ৩৫,২৯,৯৯২/-টাকা তন্মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে ৩২,৭৪,৫৮১/-টাকা। অবশিষ্ট টাকা অচিরেই পরিশোধ করা হবে। পরিশোধের হার ৯২.৭৬%। জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর/২০১৮ মাস পর্যন্ত ৬,৯৯২/-টাকার টেলিফোন বিল পাওয়া যায় এবং সকল বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধের হার ১০০%। বকেয়া বিল পাওয়া গেলে পরবর্তিতে পরিশোধ করা হবে।	১. যথা সময়ে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করা হবে।	মেয়র/সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
২০	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন করার বিষয়ে আলোচনা কালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভার স্থায়ী সম্পদের তালিকা হালনাগাদ করা চলমান আছে। হালনাগাদ তথ্যাদিতে পৌরসভার ভূ-সম্পত্তি, ভবনাদি, যানবাহন, পানি সরবরাহ শাখার সম্পদসহ পৌরসভার রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ও ড্রেনের তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে।	১. স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মেয়র/সচিব/নির্বাহ প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ষ্টোরকীপার	
২১	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করা	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় BMDF সংস্থা থেকে ঋণের কিস্তি অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত (২১তম) কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। তবে ২২ ও ২৩ তম কিস্তি বাবদ ৩,৯৯,১৮০/- টাকা বকেয়া আছে। অচিরেই ঋনের কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হবে।	১. আগামি জানুয়ারি-মার্চ/২০১৯ মাসের মধ্যে বকেয়া সহ ঋণের টাকা পরিশোধ করা হবে।	মেয়র/সচিব /হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
২২	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা আইন,২০০৯ এর ৫৫ ধারা অনুযায়ী পৌরসভায় ১৩টি স্থায়ী কমিটি আছে। কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্থায়ী কমিটি সমুহ ইতোমধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ মাসের সকল মাসিক সভা বিভিন্ন তারিখে সম্পন্ন করেছে। সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMOঅফিসে প্রেরণ করা হয়। কমিটি সমুহের কার্যক্রম চলমান থাকায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. আগামী জানুয়ারি-মার্চ/২০১৯ ইং কোয়ার্টারের সকল স্থায়ী কমিটির সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMOঅফিসে প্রেরণ করা হবে।	কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব	
২৩	সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-	১. নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী	মেয়র ও	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৪ ধারা)	সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, কর আদায়কারী, লাইসেন্স পরিদর্শক, সহকারী এ্যাসেসরদেরকে প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এয়াড়াও প্রকল্প অফিস কতৃক করআদায়, এ্যাসেসমেন্ট, কর সংগ্রহ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অত্রসভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের কে আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়। ২. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা ও শাখা প্রধানদের আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।	সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকত	
২৪	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন করা ও বিতরন করা চলমান আছে। বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়ার চলমান আছে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে যাহার ঠিকানা নিম্নরুপ যেমন- www.chuadanga.org.com বর্ণিত ওয়েব সাইটে পৌরসভার সকল তথ্য সন্নিবেশিত আছে।	১. অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন ও বিতরন অব্যাহত রাখা। ২. পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার কাজ চলমান রাখা এবং আগামী ০৭-০১-২০১৯ তারিখের মধ্যে পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হবে।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
২৫	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা।	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সভাকে আরো অবগত করা হয় যে, নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪২,৪৬,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। তন্মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৮ মাসে ব্যয় হয়েছে ১০,৬৮,০২৪/- টাকা। বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার নিদৃষ্ট জায়গা অধিগ্রহনের বিষয়ে সভাকে জানানো হয়, বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার জায়গা নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ মন্ত্রণালয় হতে জমি অধিগ্রহনের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং জেলা প্রসাশক, চুয়াডাঙ্গার নিকট জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে এখন পর্যন্ত জমি অধিগ্রহন কাজ সম্পন্ন হয় নাই। আশাকরছি অচিরেই জমি অধিগ্রহনকাজ সম্পন্ন হবে। আলোচনা কালে **TLCC-র সদস্য** মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দার, মোছা ঃ রাবেয়া খাতুন, মো ঃ মতিয়া রহমান ও দরিদ্র শ্রেনীর প্রতিনিধী মোছা ঃ রিপা খাতুন শহরের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করার কথা বলেন। এয়াড়াও **TLCC-র অন্যতম সদস্য** জনাব মুন্সি মো ঃ রেজাউল করিম খোকন আরো ডাষ্ট-বিন স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং সেই সাথে বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে হওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানান।	১. বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার জায়গা নতুন করে অধিগ্রহনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। ২. বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ আরো ত্বরান্বিত করা।	মেয়র /সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/কন্জারভেন্সী পরিদর্শক	
২৬	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪১,৪৫,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৮ মাসে ব্যয় হয়েছে ৮,৭০,২৪৪/- টাকা। অত:পর ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে TLCC-র অন্যতম সদস্য মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার, জনাব মো ঃ বদরউদ্দিন খান, জনাব এশরামুল হক মুক্তা সবাই ড্রেনের উপর স্লাব না থাকায় ড্রেনের ভিতর মাটি,	১. ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয়।	কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		আবর্জনা ইত্যাদি ফেলে ড্রেনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুততার সাথে ড্রেনের উপর স্লাব দেওয়ার পরামর্শ দেন। TLCC-র সদস্য প্রফেসর জনাব মাহবুবুর রহমান সেলিম, জনাব মুন্সি মো ঃ রেজাউল করিম খোকন, মো ঃ সিরাজুল ইসলাম , মো ঃ আবুল হোসেন বলেন-নতুন ড্রেন ও রাস্তা হওয়ায় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এর পর নির্বাহী প্রকৌশলী সাহেব বলেন আপনাদের সহযোগীতায় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে আরো গতিশীল করা হবে। ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক হওয়ায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।			
২৭	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয় এবং ১০০% সড়ক বাতি সচল রাখার বিষয়ে পৌরসভা সচেষ্ট। তবে ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার নিমিত্তে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫১,৯০০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তন্মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে ব্যয় হয়েছে ৭,০৩,৩৮৭/- টাকা। সড়কবাতি সচল রাখার জন্য চলতি কোয়ার্টারে সাধারণ বাল্ব ২৫ টি, রড় লাইট ৩২ টি, এনার্জি বাল্ব ৭২৫ টি লাগানো বা পূণঃস্থাপন করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে এই মর্মে অবগত করে বলেন- UGIIP-III প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ২য় পর্যায়ে ১৮৬ টি পোল স্থাপন কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং কাজ চলমান আছে আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে। সড়ক বাতি কার্যকর রাখায় অত্রসভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সড়ক বাতিমেরামত ও সচল রাখার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. UGIIP-III প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ২য় পর্যায়ে ১৮৬ টি পোল স্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/বিদ্যুৎ সুপারভাইজার	
২৮	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক মেরামত যোগ্য কার্যাদি সম্পন্নের জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা; প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ কোয়াটারে ১,৯৩,১৯৯/-টাকা ব্যয় হয়েছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকর থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	১. অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক সকল মেরামত কার্যাদি Mobile Maintenance Team এর মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২. ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে অবকাঠামো সমূহ মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করন পূর্বক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	
২৯	স্যানিটেশন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	স্যানিটেশন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা কর্তৃক স্যানিটেশন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এজন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। স্যানিটেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে	১. স্যানিটেশন কার্যক্রম আরো জোরদারকরার সিদ্ধান্ত হয়। ২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার সুপারিশ করা হয়।	সেনেটারী ইন্সপেক্টর/কন্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		পৌরসভাধীন সকল গন শৌচাগার, কমিউনিটি টয়লেটসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। TLCC-র সদস্য মোছা ঃ সেলিনা আক্তার স্যানিটেশন কার্যক্রমে আরো নজর দেয়ার পরামর্শ দেন। অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে কোন অর্থ ব্যয় হয় নাই।। সভাকে আরো জানানো হয় স্যানিটেশন বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মানের জন্য ভুমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হলে কোন সমস্যা থাকবে না। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে স্যানিটেশন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন ।			

মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্যদের ধন্যবাদ সহ সবাইকে পৌরসভার উন্নয়নের স্বার্থে পৌরকর আদায়ের জন্য সকলে এগিয়ে আসার আহব্বান জানান। অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্মারক নং- চুয়া/পৌঃ/TLCC/২০১৮/১৫১৭(৫০) তারিখ ঃ ২৪-১২-২০১৮ ইং

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি ঃ-

০১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, (UGIIP-III), এলজিইডি ভবন, লেভেল-১২, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

০২। জনাব.. .. ..সদস্য, TLCC, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

০৩। .... চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

(মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা